

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা

রোলঃ 228020860

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক  
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা

রোলঃ 228020860

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলাম ও আমাদের জীবন ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসলাম ও আমাদের জীবন , আইডিঃ 228020860 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

---

তত্ত্বাবধানেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

---

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

## ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম ও আমাদের জীবন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফারজানা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

ফারজানা

২০ মে, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 228020860

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

## সূচিপত্র

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ভূমিকাঃ .....         | 5  |
| বিশ্বাস ও ইবাদতঃ..... | 6  |
| নামাজঃ.....           | 8  |
| রোজাঃ.....            | 9  |
| হজ্জঃ.....            | 10 |
| জিকির ং.....          | 11 |
| তওবা ং.....           | 12 |
| পর্দাঃ.....           | 13 |
| ইসলাম ও পরিবার ং..... | 14 |
| উপসংহারঃ.....         | 17 |

## ভূমিকাঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । ইসলাম আমাদের জীবনের সাথে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জড়িত। আমরা যদি ইসলাম ইসলাম ছাড়া আমাদের জীবন চালাই আমাদের জীবন সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক হবে না। দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাগায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে হলে আল্লাহর দেখা আল্লাহর। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে হলে

কোরআন হাদিসের আলোকে চলতে হবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এরশাদ করেন ঃ

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের জন্য আমার  
নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে  
মনোনীত করলাম।

সূরা ঃ মায়েদা/৩

মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল খলিল ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।। যা মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্বাচিত এবং নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন হল ইসলাম। ইসলাম ছাড়া বাকি সকল বাতিল। ইসলামকে যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে তারাই শুধু মুক্তি পাবে। ইসলামকে মানতে হবে পূর্ণাঙ্গ রূপে। অন্য সকল মানদণ্ডের উপরে। সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে একমাত্র মুক্তি পথ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

আকাইদ: অর্থ বিশ্বাস করা। কোরআন ওহাদিস সহিহ বলে বিশ্বাস করার নাম আবিদা। আল্লাহর ওপর ইমান আনতে হবে। নবী রসিল গানের ওপর ইমান আনতে হবে। আসমানি কিতাব সমূহের ওপর ইমান আনতে হবে। ফিরিশতা গানের ওপর ইমান আনতে হবে। মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত হওয়ার ওপর বিশ্বাস আনতে হবে। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নাই হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি আল্লাহর রসুল মুখে শিকার অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে। এগুলো বিশ্বাস করলে আকিদ সহিহ হবে না করলে আবিদা সহিহ হবে না

আল্লাহ বলেন

বরং ভালো কাজ হলো, যে ইমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিসতাগন, কিতাবেও নীগনের প্রতি। [সুরা আল বাকারাহ আয়াত ১৭৭]

আল্লাহ আরও বলেন, “আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা গন, তার কিতাব সমূহ, তার রসুল গন, এবং শেষ ূঁিন কে অশিকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে। [সুরা আনা নিসা আয়াত ১৩৬]

## বিশ্বাস ও ইবাদতঃ

ইসলামের মূল ভিত্তি হল বিশ্বাস বলা ইমান। আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস। নবী রসুলগনের প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহর কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস। ফিরিস্তা গণের উপর বিশ্বাস। তাকবীরের ওপর বিশ্বাস। মৃত্যুর পর পুনরোধনের উপর বিশ্বাস।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করা।

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত। কালেমা নামাজ, রোজা, হজ্জ যাকাত।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আল্লাহ তায়ালা বান্দা ও রসুল এ বাক্যটি মুখে শিকার করা অন্তরে বিশ্বাস করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা।

এ কালেমার প্রতি যার তিল পরিমাণ ইমান থাকবে সে এক দিন না একদিন জান্নাতে যাবে।

আসওয়াদ রাদিআল্লাহু আনহু এক জন রাখাল ছিলেন। তিনি নবী করিম সঃ হাতে কালিমা তাওহীদ শিকার করেন। এবং খায়বার যুদ্ধে চলে যান এবং শহীদ হন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। তিনি এক মাএরে সাহাবী যার কোন নামাজ পরতে হয়নি।

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীরক না করা। আল্লাহ আমা\_ জন্য যে বিধি বিধান সে অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

## নামাজঃ

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ। নামাজ ইমানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নামাজের অনেক গুরুত্ব এসেছে কোরআনের বিভিন্ন যায়গায় ৮২ বার নামাজের কথা বলা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লার রাসুল ( আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল কোনটি?

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নামাজ।  
(বুখারী ও মুসলিম।)

নামাজ না পড়লে জাহান্নামে জল্বতে হবে।

বেনামাজির সাস্তিঃ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন ; জান্নাত বাকিরা জান্নাতে যাওয়ার পরে) জাহান্নামীদের জিজ্ঞেস করবে; কোন জিনিস তোমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করল? ‘তারা বলবে আমরা নামাজ পড়তামনা,।(সূরা মুদাসিসর আয়াত ৪২,৪৩)

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন,একজন মুসলমান ও শিরক কুফরের প্রার্থক্য হল নামাজ।(সহিহ মুসলিম /৮২)

এছাৰ নবী কৰিম সঃ বেনামাযিদের শাস্তি সম্পৰ্কে বলেন, 'জাহান্নামে তাদের মাথা পাথৰ দাৰা চূৰ্ণবিচূৰণ কৰাহবে। (বুখারীৰ ১১৪৩)

এজন্য আমাদের নামাজের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। নামাজ মানুষ কে মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে। নামাজ পড়ার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিৰাত লাভ কৰা যায়।

## ৰোজাঃ

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে রোযা। কালেমা নামাযের বের সন্তান হচ্ছে রোযা। রোযা হচ্ছে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য উপবাস থাকা। রোযার রাখার মাধ্যমে আত্মসংযম সৃষ্টি হয়।

রোলার মাস রহমত বরকত ও মাগফেটাতেৰ মাস। এমাসে একটা আমল কৰলে ৭০টা সওয়াব পাওয়া যায়। রমযানে রোযা রাখার প্রতি দান আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন। এমা সেই কোরান অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ কোরানেবলেছেন,

রমযানমাস, যাতে কোরআন নাযিল কৰাহয়েছে মানুষের জন্য হিদায়ত সৰূপ সুস্পষ্ট

নিদর্শনাবলী এবং হিদায়েতের

সত্য মিথ্যার পার্থক্যেরি রূপে।

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এমাসটি উপস্থিত হবে সে যেন সিয়াম পালন কৰে।

(সূরা বাকারাহ'র আয়াত ১৮৫)

রমজানের রোযা ও ইবাদতের জন্য আল্লাহ গোনাহ মাপ কৰে ূেন

## হজ্জঃ

হজ্জ ইসলামের চার নম্বর ভিত্তি। হজ্জ শারীরিক এবং আর্থিক ইবাদত। হজ্জ সামর্থ্যবান মানুষের জীবনে ১বার পরয় হয়। পরে যত বার করবে নফল বলে গন্য হবে।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করলে গুনাহ গার হিসেব গন্য হবে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, “মানুষের মধ্যে যারা সেখানে (বায়তুল্লাহ) পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের ওপর আল্লাহর উদ্দেশ্য এ গৃহের হজ্জ করা ফরজ। আর কেউ যদি অস্বীকার করে তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগতের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।

(সূরা আলে ইমরান আয়াত ৩৭)

যারা হজ্জ করে তারা আল্লাহর মেহমান। হজ্জ করলে মানুষ গুনাহ মুক্ত হয়।

হজ্জের নিদিষ্ট মাড রয়েছে। যে ব্যক্তি সেসব মাসে(ইহরাম বাধে) নিজের উপট হজ্জ অবধারিত করে নেয়, ডেকে হজ্জের সময় কোন অশ্লীল কথা বলবেনা কোন গোনাহ করবেনা এবং কোন জগরা করবেনা। তোমরা যা কিছু সৎকরম করবে আল্লাহ তা জানেন। (সূরা বাকারাহ'র আয়াত ২৯৭]

যাকাতঃ যাকাত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রোকন। কোরানের নামাজের সাথে সাথে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। যাক তের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির পায় এবং পবিত্র হয়। ধনীদের ওপর দরিদ্রদের হোক রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

তোমরা সালাত আদায় কর,যাকাত দাও,এবং রাসুলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো।(সূরা নুর আয়াত/৬৫)।

আল্লাহ আরও বলেন, যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয়এবং আল্লাহ ও পরকালের - প্রতি বিশ্বাস রাখে আমি তাদেরকে মহা পুরস্কার দিব। (সূরা নিসা আয়াত ১৬২)

## জিকির ঃ

জিকিরের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালাকে মুখে ও অন্তরের মাধ্যমে স্মরণ করা। শুয়ে বসে যে কোন অবস্থায় আল্লাহতালাকে স্মরণ করা।

মন আর মুখে আল্লাহতালার জিকির থেকে বিরত থাকলে সয়তান ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে।জিকির করার মাধ্যমে অন্তরের ময়লা দূর হয়। জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সাথে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। জিকিরের মাধ্যমে মানুষের মরা কবি জিন্দা হয়।আল্লাহর জিকিরকারি ব্যক্তি দৃষ্টান্ত জীবিত ব্যক্তির মতো।

আব্দুলাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

প্রত্যেক বস্তুর পরিষ্কার করার উপকরনে আছে। আর অন্তর পরিষ্কার করার উপকরন হল জিকির। (আহত তারগিব ওয়াতনে তাহযিব ২/৩২৭)

### তওবা ঃ

তওবা ও ইস্তিগফার মুমিন ও মুত্তাকিনদের এক বিশেষ গুণ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর আদেশ নিষেধ আনুগত্যের জন্য। কিন্তু মানুষ শয়তানের কান্দে পরে গুনাহের কাজ করে।

গুনাহ করার পরে অনু তপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া কে তওবা বলে।

আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া নবী রসুলের সুন্নত।

বিল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ু বড় দয়ালু।

সূরা বাকারাহ'র ১৯৯/২

আল্লাহ আরও বলেন,তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তার রবের কাছে ফিরে আসে। নিশ্চয় আমার রবি অতি দয়ালুও অধিক মমতাময়।

(সূরা হুদ, আয়াত ১১)

আল্লাহ আমাদের শাস্তি দিতে চান না। আমাদের ক্ষমা চাওয়ার অপেক্ষা করেন।

আল্লাহ ক্ষমাশীল আল্লাহ ক্ষমাকারীকে পছন্দ করেন ক্ষমা করতে ভাল বাসেন।।

## পর্দাঃ

পর্দা করা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ফরয।

আল্লাহ বলেন,হে নবী,আপনি আপনার স্ত্রীগনকে কন্যাগনকে এনং মুমিন নারীগনকে বলুন, তারা যেন চাদরের কিয়দংশ নিজপূরে উপর টেনে দেয়।এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ফরম দয়ালু।( সূরা আহযাব/৫৯))

আল্লাহ আরও বলেন ,হবে নবী মুমিন নারীদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করেও তাদের লজ্জা সন্তান কে হেফাজত করে। তারা যেন সাদারনত যা প্রকাশ থাকে তারাটা নিজেদের আভরন প্রদর্শন না করে। (সূরা নূর আয়াত ৩১)

গীবতঃ গীবত হচ্ছে মানুষের পিছনে মানুষের দোষ খারাপ গুন গুলজার কথা বলা। যা শুনলে মানুষ কষ্ট পাবে। যার দোষ নিয়ে আলোচনা করা হয় তার কাছে মাফ না চাইলে আল্লাহ মাফ করবে না।

গীবত করা আপন ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমান।

এজন্য আমাদের মানুষের দোষ নিয়ে আলোচনা করা উচিত না।

## ইসলাম ও পরিবার ঃ

ইসলাম একটি পরি পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।মানব জীবনে সকল ক্ষেত্রে ইসলাম দিকনির্দেশনা প্রদান করছে। মানব সমাজ গঠন তার মৌলিক উপাদান হল পরিবার। তাই পরিবার গঠনের প্রতি ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জীবন যাপন ু মানুষের মানবিক চাহিদা পরনের বৈধ পন্থা হল পরিবার। পরিবার থেকে মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পরিবার একটি জাতির মেরুদণ্ড।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন, তার নির্দেশনাবলীর একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাদের কাছে তোমরা প্রশান্তি লাভ কর। তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে তৈরি করেছেন ভালোবাসা ও মায়া মমতা, নিশ্চয় চিন্তা শীল লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে। (

সূরা,রুম আয়াত ২১)

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের স্ত্রীদের থেকে সন্তান সন্ততি ও নাতি পুতি দান করেছেন, তোমাদের আউটও দিয়েছেন উত্তম রিযিক এর পরও তারাকি মিথ্যা প্রতি বিশ্বাস সন্তাপন করবে এবং আল্লাহর নিয়মত অস্বীকার করবে,। (সুরা নাহলে আয়াত ৭২)

আল্লাহ তায়ালা পরিবারের মানুষদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন

আর তোমরা তাদের সংগে সুন্দর ভাবে বসবাস করে।

(সুরা নিসা আয়াত/১৯)

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন , তোমাদের মধ্যে সে পরিপূর্ণ ইমরানের অধিকারী, যার চরিত্র

সবচেয়ে বেশি সুন্দর। তোমাদের মধ্যে সে সর্বউত্তম,

যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আনি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।

তিরমিজি হাদিস ১১৬২

ইমান ও সৎ আমলের মাধ্যমে পরিবারের বিত্তী মজবুত হয়।

পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে

আল্লাহ তায়ালা বিধি নিষেধ শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

হে ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যার চন্দন হবে মানুষ ও পাথর। সুসুরা তাহ রিম আয়াত/ ৬

সন্তানদের ছোট থেকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া জরুরি। আদব কায়দা ভাষা ভদ্রতা নম্রতা ইত্যাদি। বাবা মার ২ জনেই জিঙ্গাসিত হবেন।

ইসলামও অর্থনীতিঃ ইসলামি অর্থ ব্যাস্তা সয়ং আল্লাহ প্রদত্ত।

যা মানুষকে সৎ পথে জীবন ও জীবীকা নির্বাহ কাজে লাগে। এ অর্থ ব্যবস্যায় সম্পদের একমাএ মালিকানা আল্লাহ। মানুষ তার প্রতিনীধি হিসাবে

সম্পদের আমানতদার মাত্র।

এ অর্থনীতি সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য যাকাত,ওশর, জিযিয়া ছদ কাবুল ফিতর

ইত্যাদি ব্যবস্যার প্রবর্তন করেছে। সুদ, গুস, মুনাফা, মদের, জুয়া কালোবাজারি

জুলুম ডাকাতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইসলাম একটি শ্বাশত পূর্ণাঙ্গ জিবীন ব্যবস্য। যা প্রচলিত অর্থ ব্যবস্যার,মারাত্মক সংকট উত্তরনে একটি সর্বত্তোম অর্থব্যাবস্য হিসাবে সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়,

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির সমন্বয় সাধন করে আদর্শ অর্থ নীতির প্রবর্তন করে।( বিকাশ কান্তি দেখা)

ইসলামি বিবাহ ংবিযে আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত ও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। চারিত্রিক অবক্ষয় রোধের অনুপম হাতিয়ার।

বিয়ের মাধ্যমে অনেক গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ হয়। নবীর উম্মত বৃদ্ধি পায়। বংশ বৃদ্ধি পায়। সন্তানেরা ূয়ো করে।

### উপসংহারঃ

জীবনের এমন কোন সময় নাই যেখানে ইসলামের প্রয়োগ পড়ে না। সব জায়গায় ইসলাম প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। আমাদের উচিত ইসলাম অনুযায়ী চলা।।